শেকড় জানো
দেশটা চেনো

এএইচএম কামারুজ্জামান - একটি অজানা গল্প

লেখকঃ তাসকিন আহমেদ
অনুবাদকঃ মিহসান বিন মাকসুদ

GROW your READER
Foundation

এএইচএম কামারুজ্জামান - একটি অজানা গল্প

এএইচএম কামারুজ্জামান

এএইচএম কামারুজ্জামান ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, যিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং দেশের প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য পরিচিত। ১৯২৬ সালের ২৬ জুন রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণকারী কামারুজ্জামান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সরকারের একজন প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। কামারুজ্জামান অল্প বয়স থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং বিশেষত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হন এবং পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে।

কামারুজ্জামানের রাজনৈতিক জীবন প্রকৃত অর্থে ১৯৫০-এর দশকে শুরু হয়, যখন তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইনসভায় নির্বাচিত হন; এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগ। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, বিশেষত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং বাঙালি জনগণের সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। এই বিষয়গুলোর প্রতি তাঁর

অঙ্গীকার তাঁকে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

অন্যান্য নেতাদের সাথে এএইচএম কামারুজ্জামান

কামারুজ্জামানের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্রভাবশালী পর্যায় ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়, যা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অশান্তির জন্ম দেয়।

যখন উত্তেজনা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়, কামারুজ্জামান বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার মুজিবনগর সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণসদস্য হয়ে ওঠেন। এই সরকার ১৯৭১ সালের এপ্রিলে মুজিবনগরে (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা, মেহেরপুর) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন করে।

কামারুজ্জামান মুজিবনগর সরকারে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে থেকে তিনি যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি এবং সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করেন। বাস্তুচ্যুত জনগণের মনোবল

ও কল্যাণ বজায় রাখা এবং বাঙালির স্বার্থে আন্তর্জাতিক সমর্থন নিশ্চিত করা তাঁর কাজের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এএইচএম কামারুজ্জামান

বাঙালি বাহিনীর বিজয় এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সৃষ্টি হওয়ার পর, কামারুজ্জামান দেশের নতুন সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীরদায়িত্বে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁর কাজ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সংঘাতের ধ্বংসাবশেষ থেকে পুনরুদ্ধারে সহায়ক ছিল। কামারুজ্জামান শরণার্থীদের পুনর্বাসন, অবকাঠামো পুনর্গঠন এবং দেশের সীমিত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে কামারুজ্জামানের অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়, এবং তিনি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে থেকে যান। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের

আদর্শের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, যা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আদর্শগুলো দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কামারুজ্জামান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখেও এগুলো বজায় রাখার জন্য কাজ করেছেন।

দুঃখজনকভাবে, কামারুজ্জামানের রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত নির্মমভাবে সমাপ্ত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন, যার ফলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। কামারুজ্জামান, মুজিবনগর সরকারের অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আটক হন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কামারুজ্জামান, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ দিনটিকে বর্তমানে "জেল হত্যা দিবস" হিসেবে স্মরণ করা হয়।

এএইচএম কামারুজ্জামান

এএইচএম কামারুজ্জামানের উত্তরাধিকার বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা চারজন জাতীয় নেতার একজন হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে একজন বীর হিসেবে স্মরণীয়। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমলিন চিহ্ন রেখে গেছে।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল এর সেই কক্ষ যেখানে জেলহত্যা সংঘটিত হয়েছিল

কামারুজ্জামানকে প্রায়ই সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য প্রশংসিত করা হয়। মুজিবনগর সরকারে তাঁর কাজ বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং যুদ্ধোত্তর সরকারে তাঁর প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়ক ছিল। ১৯৭৫ সালে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড দেশের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল, তবে তাঁর উত্তরাধিকার আজও বাঙালি জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে, যারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

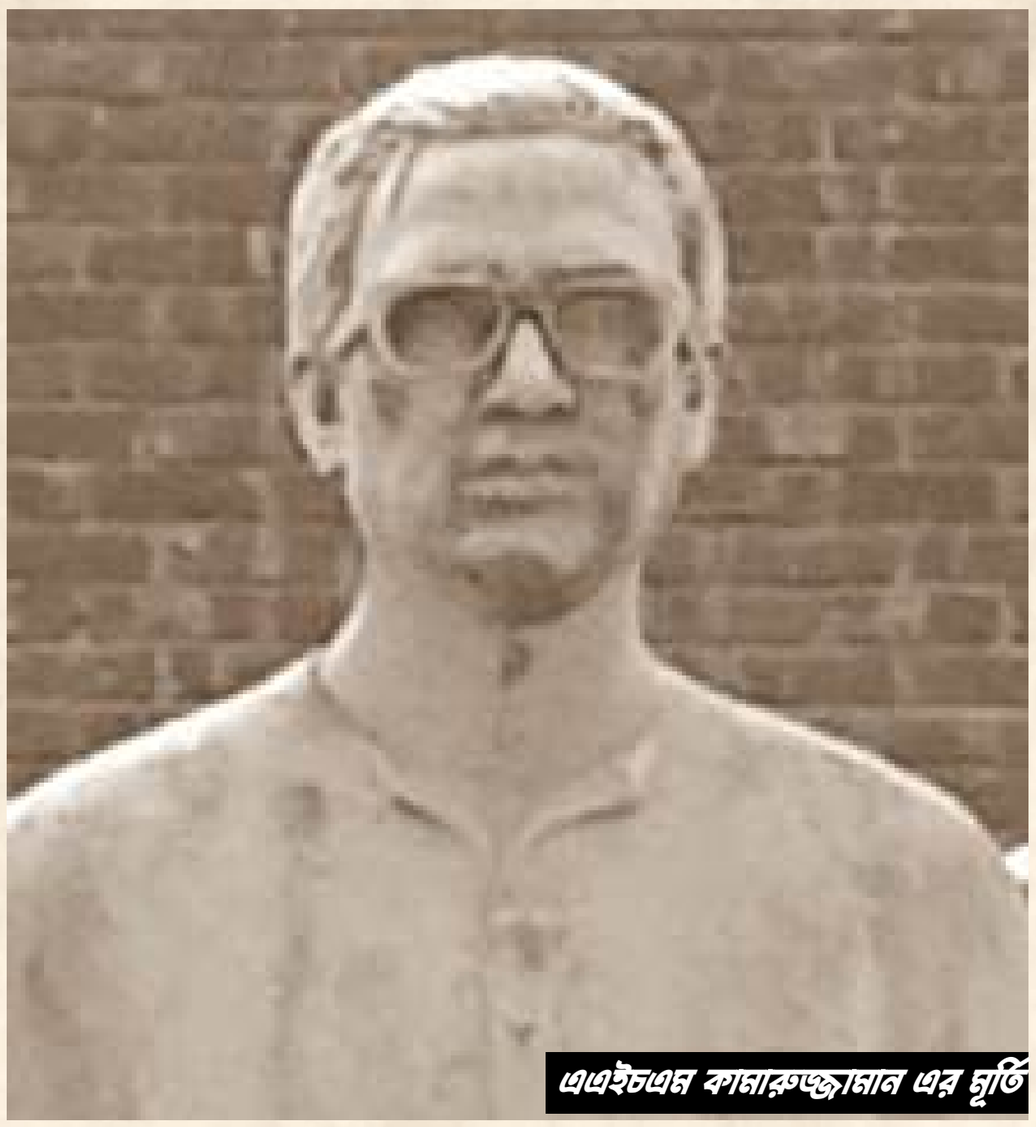
এএইচএম কামারুজ্জামান এর মূর্তি

রেফারেন্স :

Bangladesh: A Legacy of Blood" by Anthony Mascarenhas. (Hard copy)

The Unfinished Memoirs" by Sheikh Mujibur Rahman

Bangladesh National Archives

ছবি:

এএইচএম কামারুজ্জামান - banglanews24.com

অন্যান্য নেতাদের সাথে এএইচএম কামারুজ্জামান - The Daily Star

এএইচএম কামারুজ্জামান - observerbd.com

এএইচএম কামারুজ্জামান - The Daily star

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল এর সেই কক্ষ যেখানে জেলহত্যা সংঘটিত হয়েছিল - The Daily star

এএইচএম কামারুজ্জামানের মূর্তি - wikimediacommons